গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৫.২০১৬- ২৮৩ তারিখঃ ২২ .০৬.২০১৭ খ্রিঃ

আদেশ

যেহেতু, ডাঃ সোহেলা আহম্মদ (৩৯৭৬৯), জুনিয়র কনসালট্যান্ট, মানসিক রোগ বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকার বিরুদ্ধে ১৯.১১.২০১৫ খ্রিঃ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)' এর দায়ে ৩০.০৫.২০১৬ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৫.২০১৬-৩৯৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানি চান এবং গত ১৩.০৬.২০১৭ খ্রিঃ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, কারণ দর্শানো নোটিসের জবাব, শুনানিকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, সিনিয়র স্কেল (৬ষ্ঠ গ্রেড) পদে তাঁর ২টি পদোন্নতির আদেশ হওয়ায় কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণে দ্বিতীয় পদায়ন আদেশ বৈধ ছিল না। দ্বিতীয় আদেশ জারির পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করতে দেননি, তবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। দ্বিতীয় আদেশ বাতিল হওয়ার পর স্বাক্ষর করার অনুমতি পেয়েছেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। অপরদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মানসিক রোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের পত্রাদি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে উক্ত কর্মকর্তা কোন বক্তব্য প্রদান করেননি কিংবা কোন কাগজপত্র উপস্থাপন করেননি;

সেহেতু, ডাঃ সোহেলা আহম্মদ (৩৯৭৬৯) এর বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিসের জবাব, শুনানিকালে তাঁর বক্তব্য, তদন্ত কর্মকর্তার মতামত এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)' এর অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল। মাঝে মাঝে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। অর্জিত ছুটির পেন্ডিং আবেদন (মে/২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৪ পর্যন্ত) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২২.০৬.২০১৭
(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা।
[পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শৃংখলা অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল]

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৫.২০১৬- ২৮৩/১(১১) তারিখঃ ২২ .০৬.২০১৭ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
৪। পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (পার-১/পার-২)/উপসচিব (পার-৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৮। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৯। ডাঃ সোহেলা আহম্মদ (৩৯৭৬৯), জুনিয়র কনসালট্যান্ট, মানসিক রোগ বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

২২/০৬/২০১৭
(আসমা তাসকিন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৬
sasdisc1@mohfw.gov.bd